‘শুভ তোমার জয়ন্তী ...’

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

বেশ কয়েক বছর আগে সিডনী থেকে প্রকাশিত এবং লুৎফর রহমান শাওন সম্পাদিত ‘স্বদেশ বার্তা’ পত্রিকায় ‘যদি অভয় দিন তো বলি’ নামে আমি সভয়ে এবং মোটামুটি দুরুদুরু বক্ষে একটা কলাম লিখতে শুরু করেছিলাম। এখানেতো অনেকেই ‘খাম্বা’ (column) লিখে থাকেন, আমিও তাদের পথ ধরেছিলাম আর কি। কিন্তু ‘আদার বেপারীর জাহাজের খবর’ নিতে গেলে যা হয়, আমারও সেই অবস্থাই হলো; কলামটি কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর সিডনীর এক স্বনামধন্য, সব্যসাচী সাহিত্য সেবক তথা লেখক, সমালোচক, সম্পাদক, বেতার কথিকা পাঠক, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ইত্যাদি একের ভিতর সহস্র গুনের অধিকারী বিদগ্ধ সুধী তার এক লেখায় আমার কলামটির আদ্যোপান্ত সমালোচনার নামে আমার সমালোচনা করে আমার মত কাপুরুষকে পত্র পত্রিকায় না লিখার জন্য তার সুচিন্তিত পরামর্শ দিলেন। আমি মোটামুটি বিনা প্রতিবাদে সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের (!) পরামর্শ মেনে কলাম লিখার খুরে অগ্যস্ত প্রণাম ঠুকে গদ্য লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে মাঝে সাঝে আনিস ভাই আর মতিনের ওয়েবসাইটে সখের পদ্য-টদ্য লিখতাম, বাস ঐ পর্যন্তই ছিল আমার সাহিত্য কর্মের দৌড়। ভেবেছিলাম এই পদ্য লিখার মধ্যেই নিজের সাহিত্য সেবা সীমিত রাখবো।

কিন্তু ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই ...’ ! গত বছর আজকের দিনে ‘কর্ণফুলী’ এসে তার তুমুল স্রোতধারায় আমার চাওয়াকে আমুল বদলে দিল। কর্ণফুলীর প্রথম সংখ্যা পড়তে গিয়ে একটু হোচটই খেলাম; এটি সাহিত্য পত্রিকা তবে এটার কোন সম্পাদক মন্ডলী নেই - আছে সাম্পানওয়ালা। কারো কারো কাছে শুনেছিলাম বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ আমেরিকা, কানাডা, ইংলন্ড এমনকি আমাদের খোদ অস্ট্রেলিয়াতেও নাকি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবীদের অনেকেই যানবাহন ব্যবসায়ের সাথে নানাভাবে যুক্ত। তারা বিভিন্ন সময়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের নানারকম চমক দিয়ে থাকেন। কিন্তু কর্নফুলীর ‘সাম্পানওয়ালা’ যে চমক দিলেন তা অভিনব - তিনি একসঙ্গে দু’টো কাজ করার প্রয়াস পেলেন। এর প্রথমটি হোল প্রথিতযশা সাহিত্য কর্মীদের সাথে সাথে আমাদের মতো নব্য, কাপুরুষ (!), এবং কাঁচা লেখকদের সুযোগ দিয়ে সামনে নিয়ে আসা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের প্রবাসী সমাজের ক্লেদ, অশ্লীলতা এবং সেসবের মুলসুত্র, জন্মদাতা, এবং ধারক ও বাহকদের মুখোশ উন্মোচন করা।

আমি মনে করি প্রথম কাজটি কর্ণফুলী বেশ ভালভাবেই করেছে। আন্তর্জালের এই নব্য সংযোজনটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুলেখক আজম মাশরাফী, হিফজুর রহমান, সুজা রশিদ, মামুনর রশিদ, বদর উদ্দিন সাবেরী, জাহিদ এবং জামিল হাসান এবং এর প্রধান সাম্পানওয়ালা বনি আমিনের সাহিত্যকর্মকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে, তেমনি বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলার অনেক নুতন লেখকদেরকেও আন্তর্জালের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়ানো ছিটানো বাংলাভাষী পাঠক কুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই যে খুব ভাল লেখক না হয়েও কর্ণফুলী এবং তার প্রধান সাম্পানওয়ালার উৎসাহে আমি আমার খাম্বা (!) লেখাজনিত আঘাত সামলে আবার লেখার অংগনে ফিরে আসার সাহস পেয়েছি। প্রকাশের প্রথম দিকে কর্ণফুলীতে প্রকাশিত লেখাসমুহ প্রচুর বানান ভুলে ভারাক্রান্ত ছিল। সময়ের সাথে

সাথে সে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আশা করি আগামী দিনগুলিতে এ অবস্থার আরো উন্নতি ঘটবে।

এবার দ্বিতীয় কাজটির কথা বলি। এ কাজটি যেভাবে হচ্ছে তাতে সম্ভবতঃ অনেক পাঠকই খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। সত্যি বলতে কি আমার পরিচিত বেশ অনেকেরই ধারণা এক্ষেত্রে কর্ণফুলীর অনেক রচনাতেই বৈজচেতখিতিয় হারিয়ে যাচ্ছে সাম্পানওয়ালার ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগা, আক্রোশ কিংবা বিদ্বেষের কারণে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি (এবং আরো অনেকেই) এই ঢালাও মন্তব্যের সাথে সহমত না হলেও সম্পুর্ণ দ্বিমতও পোষন করতে পারছি না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রধান সাম্পানওয়ালার নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিপন্থী মতামতও অনেকবারই কর্ণফুলীর পাতায় স্থান পেয়েছে। এটাও মিথ্যে নয় যে কর্ণফুলী তার লেখার মাধ্যমে একাধিকবার অন্যায়ভাবে সমালোচিত এবং আক্রান্ত বিভিন্ন সমাজকর্মীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রমানসহ তাদের বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগের জবাব বৃহত্তর প্রবাসী সমাজের সামনে নির্ভয়ে তুলে ধরেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে কর্ণফুলীতে প্রকাশিত কোন কোন রচনায় ব্যক্তি বিশেষের উপর নাংগা আক্রমনও বেশ সুস্পষ্ট। এসব রচনা অনেক সময় অনেকের কাছে সুখপাঠ্য মনে হলেও সে সুখের স্থায়িত্ব স্বল্পমেয়াদী। আমার মতে পত্রিকার দীর্ঘমেয়াদী কল্যানের জন্য এটা সঠিক পদক্ষেপ নয়। আমি মনে করি কর্ণফুলীর মঙ্গলের জন্যই এর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কর্ণফুলী গত একবছরে আমাদের প্রবাসী সমাজের অনেক সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষের অনেক ভুল ত্রুটি, অন্যায় এবং shortcomings ধরিয়ে দিয়েছে; বিভিন্ন হাস্যকর (অপ)প্রয়াসের তুখোর সমালোচনার মাধ্যমে সমাজের উপকার করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু এর সব প্রয়াস আদৃত হয়েছে কি? আমার তো মনে হয় কর্ণফুলীর অনেক পাঠকই এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দেবেন।

কর্ণফুলী আজ দ্বিতীয় বর্ষে পা দিচ্ছে। প্রবাসের হাজার কাজের মাঝে নিয়মিত ভাবে একটা আন্তর্জাল পত্রিকা চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। গত একবছর ধরে এই কঠিন কাজটি ভালভাবে সম্পন্ন করার জন্য এর প্রধান সাম্পানওয়ালা এবং তার সহযোগীদেরকে হার্দিক অভিনন্দন। পত্রিকা যারা চালান, তাদের পক্ষে নিন্দিত এবং নন্দিত হওয়া আসলে পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। কি কারণে আমার প্রিয় এই আন্তর্জাল পত্রিকা কর্ণফুলী কারো কারো কাছে নিন্দিত তা জানালাম। আশা করবো এর প্রধান সাম্পানওয়ালা আর তার সহযোগীদের প্রচেষ্টায় আগামীতে এই আন্তর্জাল পত্রিকাটি আরো পাঠক নন্দিত হবে। কর্ণফুলীর ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হোক এই কামনা করে কবির ভাষায় বলি 'জন্মদিনে বলতে এলাম শুভ তোমার জয়ন্তী ...`

হাইল্যান্ডস পার্ক, নিউ জার্সি, ইউ এস এ
নভেম্বর ২৮, ২০০৬

Email # moharazz@rci.rutgers.edu